দৈনিক
ভোরের কাগজ

তারিখ 31 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ঠাকুরগাঁও জিলা স্কুল

ভর্তি পরীক্ষা শেষে শিশুদের কান্না অসুস্থ ৩০

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ●

ভর্তিযুদ্ধে গিয়ে ঠাকুরগাঁও জিলা স্কুলে ৩০ শিশু শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে।

জিলা স্কুল সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক (জিলা স্কুল) ও সরকারি বালিকা উচ্চ-বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ৫শ আসনে দুই সহস্রাধিক শিশু ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

পরীক্ষা শেষে হল থেকে বের হয়ে শিশুরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাদের কান্না দেখে ভেঙে পড়েন অভিভাবকরা। সদর উপজেলার উত্তর হরিহরপুর এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

ভর্তি পরীক্ষা শেষে শিশুদের কান্না

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী লামিয়া আক্তার জানায়, কোচিংয়ে যা পড়েছে, তার একটিও ভর্তি পরীক্ষায় আসেনি। সোনালি শৈশবের ছাত্র নীরব হোসেন জানায়, তারা ক্লাসে যা পড়েছে, তা আসেনি। নারগুন গ্রামের সেরেকুল ইসলাম জানান, তার ছেলেকে জিলা স্কুলে ভর্তির জন্য কোচিং ক্লাস করিয়েও কোনো লাভ হয়নি। মথুরাপুর হাই স্কুলের শিক্ষক আমিনুল ইসলাম অভিযোগ করেন, শিশুদের ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এবার গ্রামের শিশুরা জিলা স্কুল ও সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।

পরীক্ষার পর জিলা স্কুল ও সরকারি বালিকা উচ্চ-বিদ্যালয় মাঠে কমপক্ষে ৩০ শিশু শিক্ষার্থী কান্নায় এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গড়েয়া গ্রামের ইতিকে তার বাবা-মা স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করে।

এ প্রসঙ্গে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল বলেন, প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ভিন্ন হতেই পারে।